সংবাদ পরিষেবা

জানুয়ারি - ২০১৮

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা

আপনার জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশ আরো সুন্দর হোক

নিখরচার প্রাকৃতিক চাষ

২৩/৫৩

চাষে অন্ধ্রপ্রদেশের নাম বার বার উঠে এসেছে চাষিদের আত্মহত্যার কারণে। চাষিদের আত্মহত্যা এবং দুরবস্থার ঘটনা ঘটেছে সবুজ বিপ্লব পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য। বাজারের রাসায়নিক সার, বিষ, বীজ, জল এই সমস্যা আরো বাড়িয়েছে। এথেকে শিক্ষা নিয়েছে অন্ধ্র সরকার। তারা এখন জিরো বাজেট ন্যাচরাল ফার্মিং বা বিনা খরচের প্রাকৃতিক চাষের প্রসার ঘটাচ্ছে। এ রাজ্যের অনন্তপুর, প্রকাশম, কাড়াপা, কুর্নুল এবং চিত্তুর জেলা খরাপ্রবণ। সরকার প্রাথমিকভাবে এই জেলাগুলিতে নিখরচার চাষের প্রসার করছে। তাদের ধারণা, আগামী ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে রাজ্যের ৬০ লক্ষ চাষি এই চাষের কাজে যুক্ত হবে। নিখরচার প্রাকৃতিক চাষ, হাতের কাছে পাওয়া যায় এবং সব জীবন্ত এবং জৈব সামগ্রী দিয়ে মাটিকে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান করার কথা বলে। পরিকল্পনা এই চাষের একটি মুখ্য অংশ। যেখানে চাষে প্রকৃতি ও পরিবেশের নিয়মগুলি পালন করা হয়।

ভাতের পাত্র

২৩/৫৪

ভারতের রাইস বোল বা ভাতের পাত্র নামে পরিচিত ছত্তিশগড়। সবথেকে বেশি জাতের ধান এখানে হত। কিন্তু সরকারি অবহেলায় এই সম্পদ হারিয়ে যেতে বসেছিল। সম্প্রতি স্থানীয় কৃষি দফতর এবং প্রশাসনের উদ্যোগে দান্তেওয়াড়া জেলায় ধান

চিহ্নিতকরণ (ম্যাপিং) এবং সংগ্রহের একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এতে বিভিন্ন গুণাগুণ সম্পন্ন ৬০০০ জাতের ধান চিহ্নিত করা গেছে। লাল, বাদামি, কালো চাল, ঔষধি গুণ সম্পন্ন চাল, সুগন্ধী চাল কী নেই তাতে। চিহ্নিত ধানগুলির মধ্যে থেকে বাছাই করা কিছু জাতের চাষ হচ্ছে এখানে। জৈব উপায়ে প্রায় ৪৫০ জন মহিলা এইসব ধানের চাষ করছে। সম্প্রতি তারা ভূমগড়ি অর্গানিক ফার্মার্স প্রড্যুসার কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি তৈরি করছে তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির জন্য। তারা তাদের পারম্পরিক ফসল যেমন বেশ কিছু ধরনের মিলেটও উৎপাদন করছে।

স্কুলেই সবজি

২৩/৫৫

ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ, সুস্থ পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক শিক্ষার জন্য সরকারি স্কুলে সবজি বাগান তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই চালু হবে এই ব্যবস্থা। আমাদের রাজ্যে মিড ডে মিল বিষয়ক কমিটিও এই ধরনের বাগান তৈরির সুপারিশ করেছিল। সম্ভবত সরকারের থেকে প্রাথমিক স্কুলগুলির জন্য একটি নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছিল। কিন্তু যা হয়, আমরা শুরু করি শেষ করি না। তাই পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে বাগান তৈরির কর্মসূচি এখন বিশ বাঁও জলে।

মৌলিক হল না কাজের অধিকার

২৩/৫৬

কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকারে পরিণত করার জন্য সমাজবাদী পার্টির সাংসদ বিশ্বম্ভরপ্রসাদ নিষাদ একটি বেসরকারি বিল এনেছিলেন রাজ্যসভায়। সেই বিল ভোটাভুটিতে হেরে গেল মাত্র ৩ ভোটে। দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি যে রাজ্যসভার মোট সাংসদ সংখ্যা ২৪৫। তার মধ্যে ২৯ ডিসেম্বর এই বিল নিয়ে আলোচনা এবং ভোটাভুটির সময় উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৪০জন সাংসদ। তবে কি সাংসদ সদস্যরা ভারতের এই জলন্ত সমস্যা নিয়ে তেমন চিন্তিত নন? ভোটাভুটিতে বিলের পক্ষে ১৮ টি ভোট পড়ে, বিপক্ষে ২১টি। আলোচনার সময় সদস্যরা বলেন, দেশে বেকারি বিরাট সমসা হয়ে উঠেছে। তরুণদের মধ্যে যারা কর্মরত, তাদের মধ্যেও অনেকে কাজ নিয়ে খুশি নয়। অনেকেই যোগ্যতা অনুসারে কাজ পায়নি। এও বলা হয়, বেকারত্ব বৃদ্ধি সমাজে এক বিস্ফোরক পরিস্থিতি তৈরি করছে, বাড়ছে অস্থিরতাও।

চাষে দ্বিগুণ আয়ের কল

২৩/৫৭

সরকার বলেছে ২০২২ সালের মধ্যে এমন সব কর্মসূচি নেওয়া হবে যাতে চাষিদের আয় নাকি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তার নমুনা আমরা ২০১৭ সাল জুড়ে দেখেছি। চাষিদের দুরবস্থা দ্বিগুণ বেড়েছে। চাষিদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে অশোক ডালওয়ানি কমিটির রিপোর্টও একই কথা বলছে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৪-১৪ সালের মধ্যে কৃষি বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল গড়ে ৪ শতাংশ, যা এখন নেমে এসেছে ২.১ শতাংশে। এর আগের দশকে অর্থাৎ ১৯৯৪-২০০৪-এ এই বৃদ্ধির হার ছিল ২.৬ শতাংশ। যদিও এই সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার অনেক বেশি ছিল। এখন বর্ষা ভালো হলেও উৎপাদন বাড়ছে ২.১ শতাংশ হারে।

অশোক ডালওয়ানির রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০৪-১৪ সাল অবধি কৃষির বৃদ্ধি ভালো হওয়ার কারণ, এই সময় বিভিন্ন ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বেড়েছিল। সরকার বেশি ফসল সংগ্রহ করছিল। আর দেশের বাজারে চাহিদাও অনেক বেশি ছিল। বর্তমানে সরকারের অবিবেচিত আর্থিক পদক্ষেপে এসবেই ভাটা দেখা দিয়েছে। চাষিদের দিকে না তাকিয়ে কৃষির কর্পোরেটাইজেশন করা হচ্ছে। সরকারি সিদ্ধান্তে কৃষিকে ক্রমশ চাষির হাত থেকে নিয়ে বড় ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে এর থেকে লাভের বেশিরভাগ অংশই পাচ্ছে এই ব্যবসায়ীরা।

জীবন না মরণমুখী পর্যটন

২৩/৫৮

রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা জানিয়েছে, ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বে পর্যটকের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় একশো আশি কোটি, অর্থাৎ প্রতি পাঁচজনে একজন বিশ্ব জুড়ে ভ্রমণরত থাকবেন। পর্যটন বিশ্বকে কাছাকাছি নিয়ে আসছে। এটি বিশ্বকে ছোট করে এনেছে। সংযুক্ত করেছে। তথ্য সমৃদ্ধ করেছে। তবে একই সময়ে পর্যটন এবং বিশ্বায়ন কিছু গুরুতর চ্যালেঞ্জও তৈরি করেছে। এর মধ্যে আছে দূষণ, বর্জ্য, শ্রমশোষণ, পতিতাবৃত্তি, শিশু নির্যাতন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন। রাষ্ট্রসংঘের মতে পর্যটনের প্রভাব যাতে ইতিবাচক হয় এবং সুস্থায়ী উন্নয়নে তা অবদান রাখে, সেটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সাধারণ মানুষের। একশো আশি কোটি পর্যটকের মানে হতে পারে, একশো আশি কোটি সুযোগ কিম্বা একশো আশি কোটি দুর্যোগ। এর সবটাই নির্ভর করে আমাদের ওপরে।

উনুনে দূষণ

২৩/৫৯

ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুর। তার কাছাকাছি যে গ্রামগুলি রয়েছে সেখানে সাধারণ উনুনেই কাঠ, ঘুঁটে পুড়িয়ে রান্না করে গ্রামবাসীরা। কেন্দ্রীয় সরকারের রান্নার গ্যাস সরবরাহের স্কিম এই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এসব নিয়ে কয়েকজন গবেষণা করছেন। তাদের গবেষণায় উঠে এসেছে বায়ু দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ উনুনের রান্না। এটা বাতাসে শুধু দূষণই ছড়ায় না মহিলাদের স্বাস্থ্যেরও প্রভূত ক্ষতি করে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এই গবেষণা শুরু হয়। সম্প্রতি এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে অ্যাটমস্ফিয়ারিক কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্স পত্রিকায়।

শুষ্ক পৃথিবী

২৩/৬০

উষ্ণায়নের জেরে শুষ্ক হয়ে যেতে পারে এক-চতুর্থাংশ পৃথিবী। ভূগর্ভস্থ জলের তল নেমে যাবে তলানিতে। বাতাসে আর্দ্রতাও থাকবে নামমাত্র। আগামীদিনে এমনি সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে বলে দাবি করছেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর গড় তাপামাত্রা মাত্র ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লেই এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে সভ্যতা।

ব্রিটেনের ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট অ্যাঙ্গালিয়া এবং চিনের সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-র বিজ্ঞানীরা ২৭ টি বিশ্ব জলবায়ু মডেলের ওপর গবেষণা করে একথা জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য, এই মুহূর্তে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বিপদসীমার মধ্যে রয়েছে। গবেষক সুনীল জোশি বলেন, 'গড় তাপমাত্রা আরো ২ ডিগ্রি বাড়লে মাটির ২০ থেকে ৩০ শতাংশ জল উবে যাবে।'

সাহারায় শিহরন

২৩/৬১

সাহারা মরুভূমি। চরম আবহাওয়া। মাইলের পর মাইল বালির দেশ। বছরের বেশিরভাগ সময়ে দাবদাহ চলে সাহারায়। ঠান্ডা পড়লেও তুষারপাত নৈব নৈব চ । ১৯৭৯ সালের ফেব্রয়ারি মাসে সেখানে বরফ পড়েছিল। তারপর ২০১৬-এর জানুয়ারিতে আবার। তখন এটা নিয়ে কেউই তেমন ভাবেনি। কিন্তু ২০১৭ এবং এবছর আবার তুষারপাত হয়েছে সাহারায়। এতেই শিহরন আবহাওয়াবিদদের মনে। কারণ সারা পৃথিবী জুড়েই যেখানে শীতের তাপমাত্রা আগের তুলনায় বেড়েছে সেখানে ক্রান্তিয় এলাকায় অবস্থিত সাহারায় তুষারপাত এক অস্বাভাবিক ঘটনা বলে আবহাওয়াবিদদের ধারণা। এ নিয়ে এখন জোর কদমে গবেষণা শুরু হয়েছে।

সমুদ্র বসে যাচ্ছে

২৩/৬২

আর কয়েক বছরের মধ্যে, গোটা বিশ্বের সমুদ্র উপকূলবর্তী অনেকগুলি জনপদ জলের তলায় চলে যাবে উষ্ণায়নের কারণে। একথা বহুদিন ধরে বলে আসছে বিজ্ঞানীরা। কারণ উষ্ণায়নের কারণে হিমবাহ এবং হিমশৈল গলছে। এতে জলের পরিমাণ বেড়ে এই বিপর্যয় হবে। সম্প্রতি বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে নতুন এক তথ্য। এটা ঠিক যে হিমবাহ এবং হিমশৈল গলে সমুদ্রে মিষ্টি জলের পরিমাণ বাড়ছে। এই জল চাপ তৈরি করছে। এতে সমুদ্রতল প্রতিবছর ০.০০৪ ইঞ্চি করে বসে যাচ্ছে। ফলে সমুদ্র গত ২০ বছরে প্রায় ০.০৮ ইঞ্চি বসে গেছে। এই মাপ দেখে সামান্য মনে হলেও, যেহেতু পৃথিবীর বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে সমুদ্র, তাই এই পরিমাণ খুব কম নয়। এতটা পড়ে একটু নিশ্চিন্ত লাগছে কি? ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা কিছুটা কমেছে? তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন সে গুড়ে বালি। কারণ তাদের বক্তব্য একদিকের তল যদি বসে যায় তবে তা অন্যদিকে উঠতে বাধ্য। এতে ভূমিকম্প, সুনামি ইত্যাদি বাড়বে। আর সমুদ্রের জল বেড়ে যাওয়ার কারণে তার স্রোতের প্রবাহও উল্টে পাল্টে যেতে পারে। তাতে ঝঞ্জা, সাইক্লোন কোথাও বাড়বে। আবার কোথাও তা একেবারে কমে যাবে।

নতুন জ্বালানি

২৩/৬৩

ভবিষ্যতে জ্বালানি সরবরাহের অভিনব এক পথ দেখিয়েছেন দুই গবেষক। সুইজারল্যান্ডের দক্ষিণে তিচিনো অঞ্চলে তাঁরা জ্বালানি সংরক্ষণের এক নতুন প্রযুক্তি সৃষ্টি করেছেন। এক পরিত্যক্ত সুড়ঙ্গে তাঁরা এক কমপ্রেস্ড এয়ার স্টোরেজ তৈরি করেছেন। টিলার গভীরে এই ভাণ্ডারে জ্বালানি কমপ্রেস্ড এয়ার রূপে জমা রাখা সম্ভব। গবেষক গিভ সালগানে বলেছেন, এই ধারণা প্রয়োগ করতে গেলে চাই কমপ্রেস্ড পরিবেশ। গুহা ব্যবহারের সুযোগ এই আদর্শ পরিবেশ এনে দিয়েছে। গোটা পাহাড়টিকেই স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রক্রিয়াটির আওতায় উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ কাজে লাগিয়ে একটি গুহার মধ্যে এয়ার কম্প্রেশন করা হয়। প্রয়োজনে সেই বাতাস বার হতে দিলে তা দিয়ে জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। জ্বালানি সংরক্ষণের লক্ষ্যে দ্রুত নতুন পদ্ধতির খোঁজ চলছে।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

কারণ বাতাস না থাকলে বায়ুশক্তি চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলতে পারে না। অথবা সূর্যের আলো ছাড়া সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রও চলে না।

অপুষ্ট রোহিঙ্গা শিশু

২৩/৬৪

সেভ দ্য চিলড্রেন বলছে, বাংলাদেশে ২০১৮ সালে ৪৮ হাজার রোহিঙ্গা শিশু জন্ম নেবে। সংস্থাটির আশঙ্কা, অস্থায়ী ক্যাম্পে জন্ম হতে যাওয়া এই নবজাতকদের একটি বড় অংশ বিভিন্ন রোগ ও অপুষ্টিতে মারা যেতে পারে। এত সদ্যজাত শিশুর জন্ম প্রক্রিয়া, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি মোকাবিলা করা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গার সংখ্যা এখন প্রায় ৭ লাখের কাছে। এদের মধ্যে বড় অংশ নারী ও শিশু। সেভ দ্য চিলড্রেন বলছে, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এ বছর প্রতিদিন গড় কমপক্ষে ১৩০টি শিশু জন্ম নেবে। বিবিসি সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

ভারতে পাচার বাংলাদেশী নারী

২৩/৬৫

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ১২ থেকে ৩০ বছর বয়সী কম বেশি পাঁচ লক্ষ মেয়ে পাচার হয়েছে। বছরে যার সংখ্যা গড়ে ৫০ হাজার। দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের উন্নত জীবনযাত্রার লোভ দেখিয়ে তাদের পাচার করা হয় বলে বিশেষজ্ঞদের মত।

ন তু ন | ব ই

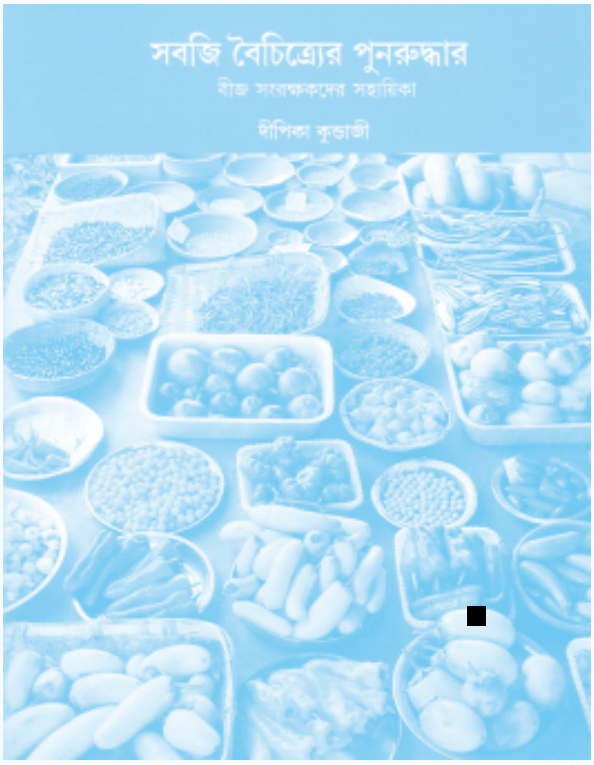

বইটির মূল বিষয় প্রথাগত উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে দেশজ সবজি বৈচিত্র পুনরুদ্ধার এবং তার বাস্তবসম্মত সংরক্ষণ। বৈচিত্রময় দেশজ সবজির সম্ভার মানুষের কাছে তুলে ধরাই বইটির উদ্দেশ্য। বীজ উৎপাদনের মূল তত্ত্ব, ভালো বীজ কী, কেন বীজের বিশুদ্ধতা রাখা জরুরি — এই নিয়েই আলোচনা রয়েছে এখানে। চলিত রাসায়নিক কৃষি-ব্যবস্থায় দেশজ বীজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না, এখানে দেশজ বীজেই প্রধানত জোর পড়েছে। নানা ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, কীভাবে কত সহজে বীজ উৎপাদন করা যায়। কয়েকটি বহুল প্রচলিত সবজি যেমন ঢ্যাঁড়শ, বেগুন, টমেটো, লংকা ও লাউ - কুমড়োর বিশুদ্ধ বীজ তৈরি প্রক্রিয়া পাওয়া যাবে এখানে।

৮.২৫ X ৫.৫ ডাবল ডিমাই।। সিনরমাস আর্ট পেপার।। ৬০ পাতা ।। ৪০টি রঙিন আর্টপ্লেট ।। ১০০ টাকা

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু